চট্টগ্রাম বিভাগের সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

(জুন, ২০২১ পর্যন্ত সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা সর্বমোট: ৬১টি)

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. উলচা পাড়া মসজিদ		১.ব্রাহ্মণবাড়িয়া (মোট ৫টি)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উলচা পাড়া	২৩°৫৭'০২.০" উ. ৯১°০৫'৪৮.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ জুলাই, ১৯৭৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলার অধীনে উলচা পাড়া গ্রামে এ মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি ১১৪৩ হিজরীতে (১৭২৭ খ্রি.) নির্মাণ করা হয়। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির নির্মাতা শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ মুরাদ। মুঘল স্থাপত্যের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এ মসজিদে রয়েছে। মসজিদের চার কোণে চারটি অষ্টোকোণাকৃতির বুরুজ রয়েছে।
২. আরিফাইল মসজিদ			সরাইল আরিফাইল	২৪°০৪'১১.৯" উ. ৯১°০৬'২৬.৮" পূ.	No. Sha:i/1A-3333/84/11, Dt: 01.01.1986	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার অধীনে সদর ইউনিয়নের আরিফাইল গ্রামে এ মসজিদ অবস্থিত। জানা যায় যে, ১৬৬২ খ্রি. দেওয়ান নুর মোহাম্মদ-এর বেগম আরফান্নেছা কর্তৃক মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। এটি মুঘল আমলের মসজিদ স্থাপত্যশৈলীর অনন্য দৃষ্টান্ত। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটির পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের দেয়াল জুড়ে অসংখ্য প্যানেল ডেকোরেশন (অলংকরণ) বিদ্যমান।
৩. আরিফাইল মাজার (জোড়াকবর)			সরাইল আরিফাইল	২৪°০৪'১০.২" উ. ৯১°০৬'২৬.৭" পূ.	No. Sha:i/1A-3333/84/11, Dt: 01.01.1986	আরিফাইল মাজার (জোড়া সমাধি) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার অধীনে সদর ইউনিয়নের আরিফাইল গ্রামে অবস্থিত। এটি আরিফাইল মসজিদের সমসাময়িক আনুমানিক খ্রি. ১৭ শতকে নির্মিত। আরিফাইল মসজিদ সংলগ্ন এক গম্বুজবিশিষ্ট এ মাজারে ২টি অজানা সমাধি রয়েছে। এটির চার কোণে চারটি অষ্টাকোণাকারে নির্মিত স্তম্ভ/মিনার আছে। এর উত্তর দিকে লাগোয়া ১টি দোচালা ঘর রয়েছে।
৪. বাড়িউড়া প্রাচীন পুল			সরাইল বাড়িউড়া	২৪°০৩'১৫.২" উ. ৯১°০৯'০৪.৩" পূ.	-	বাড়িউড়া প্রাচীন পুল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলাস্থ কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে দক্ষিণ সরাইলে অবস্থিত। প্রাচীন এ পুলটির নির্মাণকাল আনুমানিক ১৬৫৭-৫৮খ্রি.। জানা যায় যে, দেওয়ান মজলিশ শাহবাজের পৌত্র ও নুর মোহাম্মদের পৌত্র এবং সরাইলের চতুর্থ দেওয়ান নাসির মোহাম্মদ হরষপুর প্রাসাদ, দুর্গ, হাম্মামখানা, পুল ইত্যাদি নির্মাণ করেন।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫. হরিপুর জমিদারবাড়ি			নাসিরনগর হরিপুর	২৪°০৬'৩০.৬" উ. ৯১°১৫'২৭.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ মে, ২০১৮	হরিপুর জমিদারবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধীন নাসিরনগর উপজেলার তিতাস নদীর তীরস্থ হরিপুর গ্রামে অবস্থিত। খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে গৌরি প্রসাদ রায় চৌধুরী এবং কৃষ্ণ প্রসাদ রায় চৌধুরী এ জমিদারবাড়ি নির্মাণ করেন। ১৩৪৩ বাংলা সালে কৃষ্ণ প্রসাদ রায় চৌধুরীর মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে বাড়িটির উত্তরাধিকার হন হরিপদ রায় চৌধুরী ও শান্তি রায় চৌধুরী। সুবিশাল এ প্রাচীন বাড়িটিতে ৬০টি কক্ষ, হলঘর, নাচঘর, রঙমহল, অতিথিশালা, বিচারালয়, মলপুকুর, খেলার মাঠ, স্মৃতি মঠ ও সীমানা প্রাচীর রয়েছে।
৬. শালবন রাজার প্রাসাদ (শালবন বিহার)		২. কুমিল্লা (মোট ৩৩টি)	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর	২৩°২৫'৩৩.৮" উ. ৯১°০৮'১৫.৯" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	খ্রিস্টীয় ৭ম হতে ৮ম শতক পর্যন্ত দেব বংশের শাসন আমলে চতুর্থ রাজা ভবদেব শালবন রাজার প্রাসাদ (শালবন বিহার) নির্মাণ করেন। বর্গাকার বিহারটির প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট। চার বাহুতে সর্বমোট ১১৫টি ভিক্ষু কক্ষ, মধ্যভাগে ১টি বৌদ্ধ মন্দির এবং মূল মন্দিরের চারপাশে ছোট ছোট ১০টি মন্দির এবং ১২টি স্তুপের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। এখানে কয়েক দফা প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির ফলক, ব্রোঞ্জের মূর্তি, নকশাকৃত ইট ও মুদ্রাসহ বিভিন্ন প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।
৭. আনন্দ রাজার প্রাসাদ (আনন্দ বিহার)			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৬'৫৭.৬" উ. ৯১°০৭'৪৬.৭" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	খ্রিস্টীয় ৭ম হতে ৮ম শতক পর্যন্ত দেব বংশের শাসন আমলে তৃতীয় রাজা আনন্দদেব আনন্দ রাজার প্রাসাদ (আনন্দ বিহার) নির্মাণ করেন। এ পর্যন্ত পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে এ বিহারের অভ্যন্তরে শালবন বিহারের মত ১টি বিহারের কাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিহারটি বর্গাকৃতির, যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৯৮ মিটার করে। প্রতিটি বাহুতে সুবিন্যস্ত ভিক্ষু কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো একটি বিরাট ক্রুশ আকৃতির মন্দিরের চারপাশ ঘিরে অবস্থান করছে। এর উত্তরদিকের ঠিক মধ্যভাগে একটি প্রবেশদ্বার লক্ষ্য করা যায়। আনন্দবিহারের খননকাজ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮. কুটিলা মুড়া (কুটিলা মুড়া বিহার)			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৭'২৮.৬" উ. ৯১°০৭'২৪.০" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে কুটিলা মুড়াকে খ্রিস্টীয় ৭ম শতকের নির্মিত নিদর্শন বলে ধারণা করা হয়। তবে খননকালে এ প্রত্নস্থানে সবচেয়ে উপরের স্তরে খ্রিস্টীয় ১৩ শতকের আব্বাসীয় স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়। নির্মাণ পরিকল্পনা, আকার, অলংকরণ ও নকশার দিক দিয়ে কুটিলা মুড়ায় প্রাপ্ত স্থাপত্যিক নিদর্শনগুলোর লালমাই-ময়নামতির তথা বাংলার ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ স্থাপত্যিক কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে রয়েছে ৩টি স্তুপসহ বৌদ্ধ মন্দির।
৯. রূপবানি মুড়া	-		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর	২৩°২২'৫৮.৭" উ. ৯১°০৭'১৪.৩" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, রূপবানি মুড়া প্রত্নস্থানে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
১০. রূপবান মুড়া (রূপবান মুড়া বিহার ও মন্দির)			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর	২৩°২৬'১১.২" উ. ৯১°০৭'৪৫.৩" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে ক্রুশাকৃতির ১টি মন্দির ও ১টি বৌদ্ধ বিহার আবিস্কৃত হয়েছে। রূপবান মড়ায় আবিস্কৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে একটি বিশাল আয়তনের ধূসর বেলে পাথরের বৌদ্ধ মূর্তি। এছাড়া অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত বল, মুদ্রা ও ধাতু নির্মিত মূর্তি রয়েছে। এ প্রত্নস্থানটির আনুমানিক সময় ধরা হয় খ্রিস্টীয় ৮ম - ১০ম শতক।
১১. ইটাখোলা (ইটাখোলা মুড়া বিহার ও মন্দির)			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর	২৩°২৬'১৯.৭" উ. ৯১°০৭'৪৫.৯" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে পোড়ামাটির ইট দিয়ে নির্মিত একটি আয়তাকার বৌদ্ধ স্তূপ ও উত্তরদিকে প্রায় ১৫০ ফুট দূরে ভিক্ষুদের বাসযোগ্য একটি বর্গাকার বিহারের নিদর্শন উন্মোচিত হয়। ইটাখোলা মুড়া থেকে মন্দির ও বিহারসহ প্রচুর প্রত্নবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে। আবিস্কৃত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে ১৮ তোলা স্বর্ণ ও ভারী বৌদ্ধ মূর্তি রয়েছে। এ প্রত্নস্থানটির আনুমানিক সময় ধরা হয় খ্রিস্টীয় ৭ম - ৮ম শতক।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২. বৈরাগি মুড়া			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৭'২৯.৮" উ. ৯১°০৭'১৫.৩" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	টিলার উপর ১৯০ মি. (দক্ষিণ-উত্তর) ও ৬৫ মি. (পূর্ব-পশ্চিম) পরিমাপের একটি স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ আছে বলে অনুমিত হয়েছে। এখানে এলোমেলোভাবে ভাঙ্গা গাঁথুনি ও পাটকেলসহ হল ঘরের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। ইতোপূর্বে অবশ্য ঢিবিটি থেকে খ্রিস্টীয় দশ-এগার শতকের রীতি-বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ একটি ধাতব অবলোকিতেশ্বরের মাথা এবং একটি লিপি উৎকীর্ণ মূর্তিও পাদপট্ট আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। অবলোকিতেশ্বরের মাথাটি বর্তমানে ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
১৩. বালাগাজীর মুড়া			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বার পাড়া বড় ধর্মপুর	২৩°২২'৫৭.২" উ. ৯১°০৭'১২.৫" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	বালাগাজীর মুড়া প্রত্নস্থানের ১৮ মিটার উঁচু চূড়ায় প্রচুর পরিমাণ প্রাচীন ইট-পাটকেল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বিগত শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত এর উপর বেশ কয়েকটি প্রাচীন দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ টিকে ছিল। বর্তমানে অবশ্য অবশিষ্ট তেমন কিছুই দেখা যায় না। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
১৪. চন্ডী মুড়া (মন্দির)			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বার পাড়া বড় ধর্মপুর	২৩°২১'১১.৭" উ. ৯১°০৭'৫৪.৪" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	চন্ডী মুড়া (মন্দির) উচুঁ টিবির উপর অবস্থিত। জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, ৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা দেব খড়গ তার স্ত্রী প্রতীভা দেবীর অনুরোধে তার স্মৃতিকে অমর করে রাখতে এখানে চন্ডী মন্দির ও এর পাশে আরও একটি শিব মন্দির নির্মাণ করেন। এর মধ্যে চন্ডী মন্দিরে স্বরসতী ও শিব মন্দিরে শিবকে স্থাপন করে পূজা আর্চনা করা হত। মন্দিরের গায়ে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে অনেকেই ধারণা করেন, হিন্দু ধর্মের আবির্ভাবেরও পূর্বে এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে খ্রি. ১৮ শতকে পাশাপাশি একই আদলে আরও ২টি মন্দির নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে বিদ্যমান মন্দির ৪টির শীর্ষদেশ স্তুপ সদৃশ।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫. ঘিলা মুড়া			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর	২৩°২৪'০৪.৩" উ. ৯১°০৮'৩২.৩" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, ঘিলা মুড়া প্রত্নস্থানে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
১৬. হাতিগাড়া (হাতিগাড়া মুড়া)			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর, কোটবাড়ী	২৩°২৬'০৭.৮" উ. ৯১°০৭'০১.৫" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হাতিগাড়া প্রত্নস্থানে কোন প্রাচীন স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিমূল উন্মোচিত হয়েছে। বর্গাকার এ কাঠামোটির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৭ মিটার। ধারণা করা হয় যে, এ ধ্বংসাবশেষটি কোন বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। তবে এ নির্মাণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।
১৭. পাক্কা মুড়া			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর, কোটবাড়ী	২৩°২৫'১২.০" উ. ৯১°০৬'৪৯.৮" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	প্রায় ২৫ মি. উঁচু এ টিলার চূড়ায় ২৭ মি. ও ২৭ মি. পরিমাপের একটি প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ আছে বলে অনুমান করা হয়। গত শতকের ষাটের দশকে পাক্কা মুড়ার পাশের জলাশয়টি সংস্কার করতে গিয়ে সেন শাসনামলের (খ্রিস্টীয় ১২ শতক) ২টি বিষ্ণু মূর্তি এবং দশরথ দেব (খ্রিস্টীয় ১৩ শতক) নামের হিন্দু রাজার জারি করা ১টি ধাতুলিপি ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এ প্রত্নস্থানে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
১৮. উজিরপুর ঢিবি			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	২৩°২৫'৪৩.৩" উ. ৯১°০৭'০২.০" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	ঢিবির বিন্যাস, পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, উজিরপুর ঢিবি প্রত্নস্থানে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯. রূপবান কন্যা (রূপবান কন্যা মুড়া)			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	২৩°২২'৫৭.২" উ. ৯১°০৭'১২.৫" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	রূপবান কন্যা মুড়ার জমির উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল প্রচুর পাটকেল, খোলামকুচি, পোড়ামাটির ফলকের ভাঙ্গা টুকরো, অলংকৃত ইটের টুকরো ও বিলুপ্ত দেয়াল। সংগৃহীত হয়েছে একটি শিলালিপি, একটি ধাতু ফলকলিপি ও ১টি বিরাট আকারের ধাতব ঘন্টা। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন ধাতব ঘন্টাটি একাদশ দ্বাদশ শতকে অতি উচ্চ মানের ধাতু দিয়ে তৈরী। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
২০. কোটবাড়ী (কোটবাড়ী মুড়া)			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর, কোটবাড়ী	২৩°২৬'১২.৪" উ. ৯১°০৭'১৫.০" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	ঢিবির বিন্যাস, পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, উজিরপুর ঢিবি প্রত্নস্থানে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
২১. ভোজ রাজার প্রাসাদ (ভোজ বিহার)			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বিজয়পুর (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৬'৩১.৫" উ. ৯১°০৭'৫৩.৫" পূ.	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে ভোজ রাজার প্রাসাদ স্থলটিতে বর্গাকার একটি বিহারের কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। যার প্রতি বাহুর পরিমাপ ১৭৫ মিটার। এর সাধারণ বিন্যাস ভবদেব নির্মিত শালবন বিহারের অনুরূপ। এ বিহারে মোট ১২২টি ভিক্ষু কক্ষ রয়েছে। খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, শিল্পকর্ম ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর বিবেচনায় ভোজ রাজার প্রাসাদ (ভোজ বিহার)-এর নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় ৮ম থেকে ১২শ শতক নিরূপণ করা যেতে পারে।
২২. ময়নামতি মাউন্ড - ১			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	চারপাশের সমতল ভূমি থেকে প্রত্নস্থানটির উচ্চতা প্রায় ৯.১৪ মি.। ঢিবিটির কেন্দ্রীয় অংশ এর চারপাশ থেকে আরও উঁচু। ঢিবির উপরে ভগ্ন ইটের টুকরো ও মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়ানো অবস্থায় দেয়া যায়। ভূমির উপরের পৃষ্ঠ পর্যালোচনায় মনে হয় এখানে কোন মন্দিরের স্থাপত্যিক কাঠামো ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩. ময়নামতি মাউন্ড - ১ক			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ স্থলটিতে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর বিবেচনায় এ প্রত্নস্থানটির নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৮ম থেকে ১২শ শতকের।
২৪. ময়নামতি মাউন্ড - ১খ	-		কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	প্রত্নস্থানটির পৃষ্ঠদেশে ভগ্ন ইটের টুকরো ও মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়ানো অবস্থায় দেয়া যায়। বর্তমানে এ মুড়াটি স্কুল কর্তৃপক্ষ সমতল করার ফলে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গিয়েছে।
২৫. ময়নামতি মাউন্ড - ২ক			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	ময়নামতি সেনানিবাস এলাকায় মাউন্ড-২ক নামক প্রত্নস্থলটি ৩ একর ২৫ শতাংশ ভূমি জুড়ে বিস্তৃত। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়। তবে খনন করে কোন প্রত্ননিদর্শন পাওয়া যায়নি।
২৬. ময়নামতি মাউন্ড - ২খ			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	-	শিমলা গেজেট ৭ জুলাই, ১৯৪৫	এ প্রত্নঢিবিটি উত্তর-দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত। তাই স্থানীয়ভাবে এটা 'দিঘাইল্যা মুড়া' নামে পরিচিত। চারপাশের সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩০ মি. উঁচু ঢিবিটির উপরের পৃষ্ঠ সমতল। প্রত্ন ঢিবিটির আকৃতিতেও কোন স্থাপনার কাঠামো আছে বলে মনে হয় না। তবে গভীর অনুসন্ধানের পর এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
২৭. বড় কামতা মাউন্ড (মহামায়া মাউন্ড)	-		দেবিদ্বার বড় কামতা	-	No. 1561-Mis. Dated 30.12.1920 3(3) VII 0f 1904	ড. এন. কে. ভট্টশালী বড় কামতা প্রত্নস্থানটিকে আশরাফপুর তাম্রলিপির খড়গ-এর রাজধানী হিসেবে শনাক্ত করেন। এটি প্রায় ৮ মিটার উঁচু ঢিবি। এ প্রত্নস্থানটি মহামায়া ঢিবি হিসেবে পরিচিত। এখানে ৭-৮ম শতকের বৌদ্ধ মূর্তিও পাওয়া যায়। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৮. চার পত্র মুড়া			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ (সেনানিবাসের অভ্যন্তরে)	২৩°২৮'২৫.৫" উ. ৯১°০৬'৫৬.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১১ মার্চ, ১৯৬০	প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ প্রত্নস্থানে আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনার একটি ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। যার দৈর্ঘ্য ৪৬ মিটার ও প্রস্থ ১৭ মিটার। খননে উন্মোচিত স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর বিবেচনায় এ প্রত্নস্থানটির নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১০ম থেকে ১২শ শতকের।
২৯. লতিকোট মুড়া বিহার			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	২৩°২৬'১৯.৪" উ. ৯১°০৭'৫৩.৫" পূ.	-	২০০৩-২০০৬ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে লতিকোট মুড়ায় ৩৩টি ভিক্ষুকক্ষ বিশিষ্ট ৪৭.২৪ মি. দৈর্ঘ্য ও ৪৪.৮০ মি. প্রস্থবিশিষ্ট একটি বৌদ্ধ বিহারের ভীত নকশা উম্মোচিত হয়। এটিকে লতিকোট বিহার নামে অবিহিত করা হয়। বিহারটিতে পূর্ব বাহুর মাঝামাঝি স্থানে একটি মন্ডপ নির্মাণ করা হয়। বিহারে প্রবেশের প্রধান তোরণ উত্তর দিকে ছিল। উম্মোচিত স্থাপত্যশৈলী বিবেচনায় এর নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় ৮ম থেকে ১৩শ শতক বিবেচনা করা হয়।
৩০. কর্ণেলের মুড়া			কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বার পাড়া বড় ধর্মপুর	২৩°২২'১৯.২" উ. ৯১°০৭'৫২.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩ আগস্ট, ২০০৬	ঢিবির পৃষ্ঠদেশে প্রাপ্ত ইটের ভগ্নাংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, কর্ণেলের মুড়া ঢিবি প্রত্নস্থানে স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তবে এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়নি।
৩১.রানী ময়নামতির প্রাসাদ ও মন্দির			বুড়িচং ময়নামতি	২৩°২৯'৪৬.৯" উ. ৯১°০৬'২৭.৫" পূ.	No. F-17-87/56 Estt. Dated 9.1.1957 Ministry of Edu. Karach, 28th November, 1957	বহুল প্রচলিত লোক গাথার চরিত্র রাণী ময়নামতি নামানসারে এ স্থানটি 'রাণী ময়নামতির প্রাসাদ' নামে পরিচিত। তবে জানা যায় যে, ঢিবির মাঝামাঝি স্থানে ১৯ শতকের গোড়ার দিকে আগরতলার মহারাজা কুমার কিশোর মানিক্য তার স্ত্রীর জন্য একটি আধুনিক বাগানবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। আর সে সুবাদে ঢিবিটি 'রাণীর বাঙলো' নামে অধিক পরিচিতি পায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে ঢিবির কেন্দ্রীয় উঁচু অংশে বেষ্টনী প্রাচীরসহ একটি প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। প্রাপ্ত নিদর্শন ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে ধারণা করা হয়, রাণী ময়নামতির প্রাসাদ ৮-১২ শতকের একটি প্রাচীন কীর্তি।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২. শচীন দেব বর্মণ-এর বাড়ি			কুমিল্লা আদর্শ সদর চর্থা	২৩°২৭'২১.৫" উ. ৯১°১১'১৯.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩০ নভেম্বর, ২০১৭	ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় মানিক্য রাজপরিবারের সন্তান শচীন দেব বর্মণের ছোটবেলা থেকে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অল ইন্ডিয়ান মিউজিক কনফারেন্সে তিনি গান গেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বীরচন্দ্র মাণিক্যের অর্থানুকূল্যে, কুমিল্লার চর্থায় ৬০ একর জমি নিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন কুমার বাহাদুর নবদ্বীপচন্দ্র। এ প্রাসাদে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর তার ছোট সন্তান শচীন দেববর্মণের জন্ম। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লা থেকে শচীন দেব কলকাতা চলে যান।
৩৩. সতের রত্ন মন্দির			কুমিল্লা আদর্শ সদর	২৩°২৭'৪৪.১" উ. ৯১°১২'৩৯.১" পূ.	No. F-4-1/62-A & M Date: 23 May 1963	সতের রত্ন মন্দিরটি অষ্টকোণাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত চারটি ধাপে ক্রমে সরু হয়ে উর্ধ্বগামী মন্দিরটির উচ্চতা ৪৫.৭ মিটার। মন্দিরের বাহির দেয়ালের আটটি বাহুর প্রত্যেকটিতে একটি করে খিলানাকার প্রবেশপথ রয়েছে। মন্দিরের চতুর্থ তলাটি একটি একক এককোঠা বিশিষ্ট শিখর মন্দির। ত্রিতলের আট কোণের প্রতিটির উপর ছাদ পর্যন্ত একটি করে শিখর 'রত্ন' অক্ষত রয়েছে। দ্বিতলের ছাদেও অনুরূপ আটটি রত্নে চিহ্ন লক্ষ করা যায়। এভাবে রত্নের সংখ্যা দাড়াঁয় মোট সতেরটি। তাই বর্তমানে মন্দিরটি "সতের রত্ন মন্দির" নামে পরিচিত। খ্রিস্টীয় ১৭ শতকে ত্রিপুরার অধিপতি মহারাজা দ্বিতীয় রত্ন মানিক্য মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ১৮৭৮ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরটি বিধ্বস্ত হয় বলে জানা যায়।
৩৪. রাণীর কুঠি			কুমিল্লা আদর্শ সদর	২৩°২৮'০০.২" উ. ৯১°১০'৪৬.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩০ এপ্রিল, ২০০৯	ত্রিপুরার রাজাদের অস্থায়ী নিবাস হিসেবে কুমিল্লার এ রাণী কুঠি ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এর প্রতিষ্ঠাতা ড. আব্দুল হামিদ খান কর্তৃক এ কুঠিটি পুন:নির্মাণ করে এখানে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ড. আব্দুল হামিদ খান কর্তৃক পুন:নির্মিত বর্তমান কাঠামোর নিচে ত্রিপুরার রাজাদের সমসাময়িক আমলের প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৫. চিতড্ডা মসজিদ			বরুড়া চিতড্ডা	-	No. Sha: io/1A-29/90-84 Dt .29-01-1994	মসজিদটি তিন গম্বুজসহ উচ্চ কাঠামোর ওপর আয়তাকারভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত শিলালিপি অনুযায়ী মোহাম্মদ জামাল নামক জনৈক ব্যক্তি ১৭৭৪ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত নির্মাণ ও সংস্কারের ফলে মসজিদটির আদি বৈশিষ্ট্য অনেকাংশ নষ্ট হয়েছে।
৩৬. অর্জুনতলা মসজিদ			বরুড়া অর্জুনতলা	-	No. Sha: 6/Pratn-Adhi-45/91/258/1 Dt. 09-04-1996	অর্জুনতলা মসজিদটি তিন গম্বুজসহ আয়তাকারভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। মুঘল আমলের শেষের দিকে নির্মিত মসজিদটির আদি অবস্থায় নেই। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত নির্মাণ ও সংস্কারের ফলে মসজিদটির আদি বৈশিষ্ট্য অনেকাংশ নষ্ট হয়েছে।
৩৭. বড় শরীফপুর মসজিদ			লাকসাম শরীফপুর	২৩°০৯'৩০.৪" উ. ৯১°০০'২২.৮" পূ.	No. 60-AR/46 Dt. 16-05-1946	জানা যায় যে, বড় শরীফপুর মসজিদটি ১৬৫৭ খ্রি. সুলতান শাহ সুজা কর্তৃক নির্মিত। মুঘল আমলে নির্মিত এ মসজিদের একটি প্রাচীন শিলালিপি রয়েছে। তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির দেয়ালে জ্যামিতিক নকশা ছাড়া বর্তমানে তেমন কোন অলংকরণ দেখা যায়। তবে মসজিদটির গম্বুজে এবং দেয়ালের উপরের অংশে মারলন নকশা দেখা যায়। আদি কাঠামো এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে।
৩৮. নবাব ফয়জুন্নেসা জমিদার বাড়ি			লাকসাম	২৩°১৩'৪৭.২" উ. ৯১°০৬'৪৮.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩১ আগস্ট, ২০১৭	এশিয়ার প্রথম নারী নবাব ফয়জুন্নেছা এ অসাধারণ ও নান্দনিক শৈলীর বাড়িটি ১৮৯৪ সালে নির্মাণ করেন। এ বাড়িটি বর্তমানে রয়েছে তোরণযুক্ত সীমানা প্রাচীর, বৈঠকখানা, দোতলা প্রাসাদ এবং সানবাঁধানো ঘাট।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৯. ছোট সুন্দর মসজিদ		৩. চাঁদপুর (মোট ৬টি)	চাঁদপুর সদর রামপুর	২৩°১৪'০৪.৭" উ. ৯০°৪৫'৪২.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৪ এপ্রিল, ২০১৯	ছোট সুন্দর মসজিদটি চাঁদপুর জেলাধীন সদর উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের ছোট সুন্দর নামক গ্রামে অবস্থিত। একগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি খুব বিধ্বস্ত অবস্থায় সন্ধান পাওয়া যায়। অলংকরণ বুঝা না গেলেই মসজিদের দেয়ালে বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশাসহ আংশিক আস্তর পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে ধারণা করা হয় যে, সুলতানী শাসন আমলের শেষের দিকে এ মসজিদটি নির্মিত।
৪০. আলীপুর শাহী মসজিদ			হাজীগঞ্জ অলিপুর	২৩°১৩'২৮.৮" উ. ৯০°৪৭'৫০.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর, ১৯৮৭	আলীপুর শাহী মসজিদ চাঁদপুর জেলাধীন হাজীগঞ্জ জেলার হাজীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের অলিপুর গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে অলিপুর মসজিদ নামে পরিচিত এ স্থাপনাটি সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১১০৪ হিজরী (১৬৮২-৮৩ খ্রি.) নির্মিত। পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের দেয়ালে বিভিন্ন জ্যামিতিক ও কুলঙ্গী নকশা রয়েছে। মসজিদের পাশে ১টি দিঘী ও ১টি প্রাচীন দরগাহ রয়েছে। এ মসজিদটি থেকে ২০০ মিটার উত্তর দিকে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট শাহ সুজা মসজিদ রয়েছে।
৪১. সত্যরাম মজুমদারের মঠ			শাহরাস্তি নাওড়া	২৩°১৪'২৪.০" উ. ৯০°৫৮'২৩.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৭ আগস্ট, ১৯৭৫	সত্যরাম মজুমদারের মঠটি চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাস্তি উপজেলার নাওড়া নামক গ্রামে অবস্থিত। নাওড়া মঠ নামে পরিচিত এ স্থাপনাটি ১৭৯২ খ্রি. (১১৯৯ বঙ্গাব্দে) সত্যরাম মজুমদার নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্মাণ করেন। মঠটি অষ্টকোনাকৃতির। উচুঁ মঠটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার পর থেকে ক্রমশ সরু হয়ে ধাপে ধাপে উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে।
৪২.বখতিয়ার খাঁর মসজিদ			কচুয়া উজানী	২৩°২২'১৭.৩" উ. ৯০°৫৫'৩৮.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর, ১৯৮৭	চাঁদপুর জেলাধীন কচুয়া উপজেলার উজানী গ্রামে অবস্থিত বখতিয়ার খাঁর মসজিদ ১১১৭ হিজরী (১৬৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে) নির্মাণ করা হয়। এখানে একটি একগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ ছিল। প্রাচীন মসজিদটির স্থলে স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিতভাবে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৩. যাত্রা মুনির মঠ			কচুয়া ইউনিয়ন: কড়ইয়া গ্রাম: তুলাতুলী	২৩°১৯'২৮.৪" উ. ৯০°৫৪'৩০.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৭ আগস্ট, ১৯৭৫	যাত্রা মুনির মঠ চাঁদপুর জেলাধীন কচুয়া উপজেলার কড়ইয়া ইউনিয়নের তুলাতুলী গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে তুলাতুলী মঠ হিসেবে পরিচিত এ স্থাপনাটি ১৭৭০ খ্রি. যাত্রা মুনি মজুমদার নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্মাণ করেন। মঠটি অষ্টকোনাকৃতির। উচুঁ মঠটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার পর থেকে ক্রমশ সরু হয়ে ধাপে ধাপে উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। মঠের দেয়ালগুলো বিভিন্ন জ্যামিতিক প্যানেল নকশা ও লতাপাতার অলংকরণ দ্বারা সুসজ্জিত।
৪৪. লোহাগড়া মঠ			ফরিদগঞ্জ লোহাগড়	২৩°১১'২৩.০" উ. ৯০°৪৩'৩৫.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৯ মার্চ, ২০১৮	লোহাগড়া মঠটি চাঁদপুর জেলাধীন ফরিদগঞ্জ উপজেলার লোহাগড় গ্রামে অবস্থিত। পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি স্মৃতি মঠ আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৮-১৯ শতকে নির্মিত। মঠগুলো একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার পর থেকে ক্রমশ সরু হয়ে ধাপে ধাপে উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। মঠের দেয়ালগুলো বিভিন্ন জ্যামিতিক প্যানেল নকশা ও লতাপাতার অলংকরণ দ্বারা সুসজ্জিত। দুটি মঠ বর্গাকার হলেও মাঝের মঠটি অষ্টভূজাকার।
৪৫. দালাল বাজার জমিদার বাড়ি		৪. লক্ষ্মীপুর (মোট ১টি)	লক্ষ্মীপুর সদর	২২°৫৮'০৫.৬" উ. ৯০°৪৮'১৭.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৪ জানুয়ারি, ২০১৮	লক্ষ্মীপুর জেলায় অবস্থিত অন্যতম প্রাচীন বাড়ি হল দালাল বাজার জমিদার বাড়ি। খ্রিস্টীয় ১৮ শতকে এ জমিদার বাড়িটি জমিদার লক্ষ্মী নারায়ণ বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা করেন। তার আদি নিবাস ছিল ভারতের কলকাতায়। অনেকের কাছে এটি লক্ষ্মী নারায়ণ বৈষ্ণবের বাড়ি হিসেবেও পরিচিত। জমিদার বাড়ির স্থাপনাগুলো ইট, সুরকি ও রড দিয়ে নির্মিত। এ জমিদার বাড়িতে রাজকীয় প্রবেশপথ, প্রাসাদ, অন্দরমহল ও সান বাঁধানো পুকুর ঘাট রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৬. বজরা শাহী মসজিদ		৫. নোয়াখালী (মোট ২টি)	বেগমগঞ্জ বজরা	২৩°০০'১৪.৬" উ. ৯১°০৫'৩৫.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৫ আগস্ট, ১৯৯৯	১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে বজরা শাহী মসজিদটি জনৈক আমান উল্লাহ কর্তৃক নির্মিত। ১৯১১ থেকে ১৯২৮ খ্রি. বজরা জমিদার খান বাহাদুর আলী আহমদ ও খান বাহাদুর মুজির উদ্দিন আহমদ মসজিদটি সংস্কার এবং সিরামিকের মোজাইক দিয়ে সজ্জিত করেন। আয়তাকার মসজিদটির চার কোণায় অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ রয়েছে। মসজিদের পূর্বে ৩টি, উত্তরে ও দক্ষিণে ১টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে ৩টি মিহরাব রয়েছে। ছাদের উপর পদ্মকলস সজ্জিত ৩টি গম্বুজ রয়েছে। গম্বুজের ড্রামে এবং ছাদের প্রাচীরে মারলন নকশা দেখা যায়।
৪৭. রমজান মিয়া জামে মসজিদ (বায়তুল আমান জামে মসজিদ)	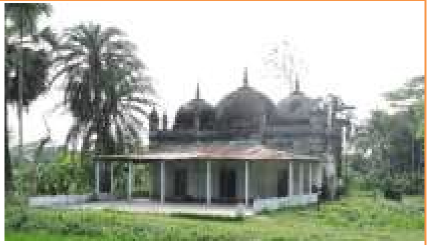		কবিরহাট দৌলত রামদি	২২°৫১'০৮.০" উ. ৯১°১৩'৫৮.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ মে, ২০১১	রমজান মিয়া জামে মসজিদ (বায়তুল আমান জামে মসজিদ) মুঘল আমলের মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের এক নিদর্শন। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৮ শতকে নির্মিত এ মসজিদটিতে পদ্মকলস সজ্জিত তিনটি গম্বুজ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে মসজিদটি চৌধুরী বাড়ি মসজিদ নামেও পরিচিত। গম্বুজের ড্রামে এবং ছাদের প্রাচীরে মারলন নকশা দেখা যায়।
৪৮. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মসজিদ		৬. ফেনী (মোট ৬টি)	ফেনী সদর উত্তর খান বাড়ি	২৩°০৩'৩৪.৮" উ. ৯১°২০'২৮.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১১ মে, ১৯৯৫	মুঘল নায়েব মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ফেনী অঞ্চলে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার সময়ে তিনি এ এলাকায় অনেক স্থাপনা তৈরি করেন। যার মধ্যে উল্লেযোগ্য হল ফেনীর এ মসজিদটি। ১৭৯০ সালে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তার এ অঞ্চলের জমিদারি হারান। মসজিদের শিলালিপি অনুসারে, এর নির্মাণকাল ১৬৯০ সাল।
৪৯. শর্শদী শাহী মসজিদ	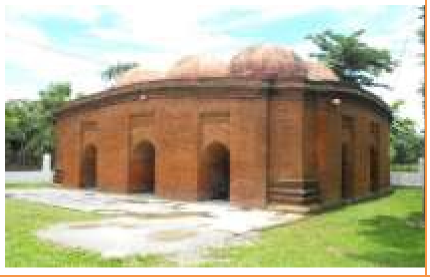		ফেনী সদর উত্তর খান বাড়ি	২৩°০৩'৪৯.০" উ. ৯১°২০'১৯.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১১ মে, ১৯৯৫	শর্শদী শাহী মসজিদ আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৬ শতক নির্মাণ করা হয়। সুলতানী আমলের এ প্রাচীন মসজিদটি প্রায় ৬ ফুট চওড়া দেয়ালবিশিষ্ট। মসজিদের ছাদে ৬টি গম্বুজ রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫০. শমসের গাজীর কেল্লা			ছাগলনাইয়া জগন্নাথ সানাপুর	২২°৫৭'৫৬.৮" উ. ৯১°৩৪'১৫.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১১ মে, ১৯৯৫	বর্তমানে শমসের গাজীর টিলা নামে পরিচিত। এ স্থানে শমসের গাজীর বাসভবন ছিল। আরো আছে শমসের গাজীর নির্মিত গোপন সড়ঙ্গপথ। জানা যায়, শমসের গাজী ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী এবং ত্রিপুরার রোশনাবাদ পরগনার কৃষক বিদ্রোহের নায়ক। তিনি ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
৫১.চাঁদ গাজী ভূঁঞার মসজিদ			ছাগলনাইয়া মাটিয়াগোধা	২৩°০৫'০৩.৩" উ. ৯১°২৯'৪৫.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১ অক্টোবর, ১৯৮৭	বার ভূঁইয়াদের স্মৃতিবিজড়িত মুসলিম স্থাপত্য নির্দশন চাঁদগাজী ভূঁইয়া জামে মসজিদ। বাংলার বার ভূঁইয়াদের অন্যতম চাঁদগাজী ভূঁইয়া ছাগলনাইয়ার চাঁদগাজী এলাকায় ১১২২ হিজরিতে (খ্রি. ১৮ শতকে প্রথম দিকে) এ মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদের ছাদে তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গম্বুজের উপরে পদ্ম কলসের নয়নাভিরাম নকশা করা হয়েছে। এছাড়া একই ধরনের স্থাপত্যশৈলীর ১২টি মিনার এবং দরজার উপরে পোড়ামাটির নকশা রয়েছে। মসজিদের সামনের অংশে শ্বেত পাথরের নামফলকে এর বর্ণনা রয়েছে।
৫২. সাত মঠ			ছাগলনাইয়া পশ্চিম ছাগলনাইয়া	২৩°০২'১৩.৫" উ. ৯১°৩০'৪২.৭" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৩ জুলাই, ২০০২	ছাগলনাইয়ার জমিদার বিনোদ বিহারির বাড়ির পুকুরের এক কোণে রয়েছে ৭টি স্মৃতি মন্দির। এ জন্য এর নাম স্থানীয়ভাবে সাত মন্দির বাড়ি বা রাজবাড়ি বা সাত মঠ। ১৯৪৮ সালের দিকে জমিদার বিনোদ বিহারি কলকাতা চলে যান। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৮-১৯ শতকে নির্মিত প্রতিটি মঠের দেয়াল দৃষ্টিনন্দন কারুকার্যময়।
৫৩. শিলুয়া মন্দির (শিলুয়া পাথর)			ছাগলনাইয়া ইউনিয়ন: পাঠাননগর গ্রাম: মধ্য শিলুয়া	২৩°০১'১৪.৭" উ. ৯১°২৭'৩৫.৩" পূ.	-	হাজার বছরের স্মৃতি ধারণ করছে এ প্রাচীন শিলা পাথরের ধ্বংসাবশেষ। শিলা পাথরের গায়ে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ থেকে এখানে শিকারী আর্য জাতির পদচারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, তৎকালীন সময়ে এখানে মানুষের বসবাস ছিল। প্রাচীনকালে এ স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম ও কৃষ্টির বিকাশ ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়। এখানে বিদ্যমান শিলটির উপরে ব্রিটিশ আমল থেকে চাউনি দিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানা যায়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৪. আলওয়াল মসজিদ		৭. চট্টগ্রাম (মোট ৮টি)	হাটহাজারী ফতেহপুর	২২°২৮'৫৬.৮" উ. ৯১°৪৮'৪৪.৯" পূ.	১১ নভেম্বর, ১৯২২	গৌড়ের সুলতান রোকন উদ্দিন বারবক শাহ্ (১৪৫৫-১৪৭৬ খ্রি.) অধিকৃত চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর গ্রামে ৮৭৮ হিজরীতে (১৪৭৩-৭৪ খ্রি.) ১টি মসজিদ নির্মাণ ও ১টি দিঘী খনন করেন। এ মসজিদ ও দিঘী যথাক্রমে আলাওল মসজিদ এবং আলাওল দিঘী নামে পরিচিত। স্থানীয়ভাবে পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে বর্তমানে ১টি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তথাপি মসজিদ দেয়ালে এখনও শোভা পাচ্ছে ৮৭৮ হিজরী (১৪৭৩ ইংরেজী) উল্লেখিত ঐতিহাসিক ১টি শিলালিপি।
৫৫. ফতেহপুর শিলালিপি			হাটহাজারী ফতেহপুর	২২°২৮'৫৬.৮" উ. ৯১°৪৮'৪৪.৯" পূ.	১১ নভেম্বর, ১৯২২	গৌড়ের সুলতান রোকন উদ্দিন বারবক শাহ্ (১৪৫৫-১৪৭৬ খ্রি.) অধিকৃত চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর গ্রামে ৮৭৮ হিজরীতে (১৪৭৩-৭৪ খ্রি.) ১টি মসজিদ নির্মাণ ও ১টি দিঘী খনন করেন। এ মসজিদ ও দিঘী যথাক্রমে আলাওল মসজিদ এবং আলাওল দিঘী নামে পরিচিত। স্থানীয়ভাবে পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে বর্তমানে ১টি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তথাপি মসজিদ দেয়ালে এখনও শোভা পাচ্ছে ৮৭৮ হিজরী (১৪৭৩ ইংরেজী) উল্লেখিত ঐতিহাসিক ১টি শিলালিপি। ২ লাইনে উৎকীর্ণ এবং ৩০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ও ৯ সেন্টিমিটার প্রস্থবিশিষ্ট শিলালিপিটি বর্তমানে নির্মিত মসজিদের মিহরাবের উপরে দেখা যায়।
৫৬. বখশী হামিদ মসজিদ			বাঁশখালী ইলশা	২২°০৪'৪৩.৬" উ. ৯১°৫৪'০৭.৭" পূ.	২২ জানুয়ারি, ১৯৭০	তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটি মুঘল স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম নিদর্শন হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন ইলশা গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আছে যে, মুঘল আমলে ১৬৯২ সালে বখশী হামিদ নামক কোন একজন জনহিতৈষী অমাত্য এ স্থানে এসে ২টি দিঘী খনন ও ১টি মসজিদ নির্মাণ করেন।
৫৭. শমসের গাজীর কেল্লা			মীরসরাই রায়পুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ৩ আগস্ট, ২০০৬	বর্তমানে শমসের গাজীর টিলা নামে পরিচিত। জানা যায়, শমসের গাজী ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী এবং ত্রিপুরার রোশনাবাদ পরগনার কৃষক বিদ্রোহের নায়ক। তিনি ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রা সন প্রতিহত করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৪	৫	১	২	৩	৬	৮
৫৮. কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয় প্রাচীন মৃৎভবন			বোয়ালখালী কধুরখীল	২২°২২'৫৭.১" উ. ৯১°৫৫'৪১.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩ ডিসেম্বর, ২০১৫	১৯১৭ সালে কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয় প্রাচীন মৃৎভবন নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়ে মাটির তৈরি শ্রেণি কক্ষগুলো বেশ বড়। ২০৩ ফুট দীর্ঘ ও ৪৫ ফুট প্রস্থের ৮ কক্ষবিশিষ্ট বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ মাটির ঘর। উত্তর-দক্ষিণ পাশে ৭৫ টি পিলারের উপর কাঠ ও টিনের নির্মিত এ বিদ্যালয় ভবন।
৫৯. পার্বতী চরণ দিঘী (কৃষ্ণ দিঘী)			বোয়ালখালী কধুরখীল	২২°২২'৫৩.৬" উ. ৯১°৫৫'৪১.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৩ ডিসেম্বর, ২০১৫	পার্বতী চরণ দিঘী (কৃষ্ণ দিঘী)টির খননকাল আনুমানিক প্রাক- মুসলিম ধরা হয়। পার্বতী চরণ দিঘী ব্রিটিশ শাসন আমল থেকেই বিশেষভাবে পরিচিত। ১৯২৫ সালের একটি দলিলে উল্লেখ আছে, এ দিঘীটির নামকরণ ছিল পার্বতী চরণ কানুনগো দিঘী।
৬০. ঐতিহাসিক নবাব ওয়ালীবেগ খাঁ মসজিদ চকবাজার			কোতয়ালী চকবাজার	২২°২১'৩০.৯" উ. ৯১°৫০'১৪.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭	১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব ওয়ালী বেগ খাঁ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজের ফলে মুঘল আমলের এ মুসলিম স্থাপনার আসল সৌন্দর্য বাহির থেকে তেমন বোঝা যায় না। তবে ভেতরের অংশটা অনেক চমকপ্রদ। মূল মসজিদের দেয়ালগুলোর পুরুত্ব প্রায় ১ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত।
৬১. চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ			কোতয়ালী	২২°২০'২৭.৯" উ. ৯১°৫০'১২.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৬৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহেনশাহ মুজাহিদ আবুল মোজাফ্ফর মুহিউদ্দিন মোহাম্মদ আ্ওরঙ্গজেব আলমগীরের বিজয় ফলক হিসেবে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনগম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটি আয়তাকার। স্থানীয়ভাবে অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজের ফলে মুঘল আমলের এ মুসলিম স্থাপনার আসল সৌন্দর্য বাহির থেকে তেমন বোঝা যায় না।